দৈনিক জনকণ্ঠ

12 MAR 2008

শিক্ষকদের অবরোধে অচল জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ॥ মৌন মিছিল

শিক্ষিকা লাঞ্ছিত হওয়ার জের

জবি রিপোর্টার ॥ শিক্ষিকা লাঞ্ছিতের ঘটনায় শিক্ষকদের ডাকা অবরোধে অচল হয়ে পড়েছে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়। মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন বিভাগেই শিক্ষার্থীদের পড়াতে যাননি শিক্ষকরা। পূর্বের ঘোষণা অনুযায়ী অপরাধী দুই শিক্ষার্থীর বহিষ্কার ও গ্রেফতারের দাবিতে তাঁরা সকাল ১১টায় শহীদ মিনার থেকে মৌন মিছিল বের করে। মিছিলটি ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ করে শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়। দুই শিক্ষার্থী ইমরান ও ইউনুসকে গ্রেফতারের দাবিতে বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থীরাও দুপুরে ক্যাম্পাসে মিছিল বের করেছে। মিছিলকারীরা ক্যাম্পাস প্রদক্ষিণ শেষে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে গিয়ে সদরঘাট থেকে গুলিস্তানমুখী সড়ক অবরোধ করে রাখে। প্রায় আধঘণ্টা অবরোধ শেষে শিক্ষকদের অনুরোধে তারা ক্যাম্পাসে ফিরে আসে। এ সময় রাস্তার দু'দিকে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। ১২ টায় শহীদ মিনার পাদদেশে শুরু হয় প্রতিবাদ সমাবেশ। সমাবেশে বক্তৃতা করেন বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণ। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সমাবেশে এসে শিক্ষকদের আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। ঘটনা ঘটার দু'দিন পরেও অপরাধীদের পুলিশ গ্রেফতার করতে না পারায় শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। একই সঙ্গে তাদের গ্রেফতারের জোর দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। সমাবেশে শিক্ষক নেতারা আন্দোলনকে জোরদার করতে ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণা করেছেন। দাবিগুলো হচ্ছে অবিলম্বে ওই দুই শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল, ক্লাস বর্জন, ২৪ ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার, পুলিশের আইজিকে স্মারকলিপি প্রদান, কালো ব্যাজ ধারণ, প্রতিদিন ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত শহীদ মিনারের সামনে প্রতিবাদ সমাবেশ অব্যাহত

(১১-পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

শিক্ষকদের অবরোধে

(১২-এর পাতার পর)

রাখা। মঙ্গলবার শিক্ষক নেতারা বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য এসআই খানের সঙ্গে দেখা করেছেন। এ সময় তাঁরা উপাচার্যকে দ্রুত এ্যাকশন নেয়ার [illegible] উপাচার্য তাঁদের বলেন, দুই [illegible] বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাজের ক্ষতি করে লাভ নেই। অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য তদন্ত কমিটির রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করা হচ্ছে বলে তিনি শিক্ষকদের জানিয়েছেন। তিনি শিক্ষকদের ক্লাস বর্জন কর্মসূচী প্রত্যাহারের অনুরোধও করেছেন। এরপরেও যদি এই কর্মসূচী অব্যাহত থাকে তাহলে এর দায়দায়িত্ব তাঁদেরই নিতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। ঘটনার তদন্ত কমিটির সদস্য সচিব প্রক্টর কাজী আসাদুজ্জামান বলেন, তাঁদের তদন্ত কার্যক্রম দ্রুত এগিয়ে চলছে। নির্দিষ্ট সময়ের আগেই তাঁরা তদন্ত রিপোর্ট দেয়ার চেষ্টা চালাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। মঙ্গলবার নিন্দা জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ সভাপতি কামরুল হাসান রিপন ও সাধারণ সম্পাদক গাজী আবু সাঈদ এবং ছাত্রদল সভাপতি এবিএম পারভেজ রেজা ও সহসভাপতি শেখ আজিজুল ইসলাম।

ভুল সংশোধন

মঙ্গলবার ভুলবশত লাঞ্ছিত শিক্ষিকার নাম প্রকাশিত হয়েছে ফজলী সুলতানা। প্রকৃত পক্ষে তাঁর নাম হবে সুলতানা খান।